কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১০ সালের সিআরআর ৩

দীনেশ বর্মণ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী সাবির আহমেদ, বরিষ্ঠ আইনজীবী

শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার, আইনজীবী

বিপরীত পক্ষের জন্যঃ শ্রী বি. কে. রায়, আইনজীবী

শ্রীমতি সিমা বিশ্বাস, আইনজীবী

ইউ . ও . আই / রেলওয়ে : শ্রী অনির্বাণ মিত্র, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ ১৯শে অক্টোবর, ২০২৩

<u>বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী:-</u>

১. এটি ফৌজদারি আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন। ২০০৯ সালের ১ নম্বর ফৌজদারি আপিল মামলায় কোচবিহারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে অভিশংসনমূলক কার্যবিধি। এর মাধ্যমে কোচবিহারের সি.আর.-এর বিজ্ঞ তৃতীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০০১ সালের ২৩৭ নম্বর মামলায় রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইন, ১৯৬৬-এর ৩ (ক) ধারার অধীনে মামলাটি বাতিল করা হয়েছে এবং বাতিল করা আদেশ অনুসারে আবেদনকারীকে এক বছরের কারাদণ্ড এবং ১০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

২. সংক্ষেপে এই মামলার বাস্তবতা হল যে, ২০০১ সালের ১৯শে অক্টোবর রাত প্রায় ১টা নাগাদ রাজীব কুমার মিশ্র নামে এক ব্যক্তি নিউ কোচবিহার ও পুন্ডিবাড়ি রেলস্টেশনের মধ্যে ৫৬২৩ আপ কোচিন এক্সপ্রেসে চুরির খবর পেয়েছিলেন। রাজীব কুমার মিশ্র ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন $. আই. এম. প্রসাদ, এ. এস. আই. এন. সি. সরকার, হেড কনস্টেবল এস. সি. রায় ও কনস্টেবল আলী হুসেন ট্র্যাক তল্লাশি শুরু করেন। ২০০১ সালের ২০শে অক্টোবর প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে যখন তাঁরা পুন্ডিবাড়ি ও নিউ চুচবিহারের মধ্যে কে. এম.-এর কাছে পৌঁছন, তখন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে ৪/৫ জন ব্যক্তি রেলপথের ডান দিকে মাথায় কিছু নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা পুন্ডিবাড়ি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পুলিশ ও কে. এম-এর একটি দল তাঁদের ধাওয়া করে। ১১৮/৯ অন্যরা তাদের বহন করা জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ সদস্যরা তাদের মধ্যে দুজনকে নিউ আলিপুরদুয়ারের ঝোলা মিয়া এবং আব্দুল মজিদ @উকু মিয়া হিসাবে চিহ্নিত করে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি নিজেকে দীনেশ বর্মণ হিসাবে পরিচয় দেয় এবং ১১ অক্টোবর, ২০০১ তারিখের এইচডব্লিউএইচ/এমএএস-এর মাধ্যমে পিডব্লিউ বিল ৬০১৬৩২ পি-৩ এক্স জিএইচওয়াই-পিডিওয়াই হিসাবে চিহ্নিত চায়ের বস্তা বাজেয়াপ্ত করে এবং সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেলপথের চিহ্নযুক্ত পিডব্লিউ বিল নম্বর ০৭৩৬৪২ পি/১৯ এক্স ইআরএস-জিএইচওয়াই (এম) ১.৮৭ সহ টায়ার সামগ্রীর ৯ টি বান্ডিল উদ্ধার করা হয়। ব্যক্তিটি তার দখলকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য কোনও নথি দেখাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে সে অন্যদের সাথে নিউ কোচবিহারের দিকে যাওয়া একটি মেল ট্রেনের লাগেজ ভ্যান থেকে চুরি করেছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আর. পি. এফ পোস্টে নিয়ে আসা হয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। উদ্ধারকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এস. আই. রাজীব কুমার মিশ্র

বাজেয়াপ্তির তালিকায় ছিল। চায়ের ব্যাগগুলি ছিল ভিজে অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ২০০১ সালের ১ ডিসেম্বর মহামান্য আদালতের অনুমোদন নিয়ে একটি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হয় এবং বিক্রির আয় হিসাবে ২৬৪০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঝোলা মিয়া এবং আব্দুল মজিদ কোচবিহারের বিশিষ্ট মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তদন্ত শেষ হওয়ার পর পুলিশ রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইন, ১৯৬৬-এর ধারা ৩ (ক)-এর অধীনে অপরাধ করার জন্য তিন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিক মামলা পেয়ে প্রসিকিউশন রিপোর্ট জমা দেয়।

৩. বিচার শুরু হয় এবং কোচবিহারের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বিচার চলাকালীন ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন - যা রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ লিপিবদ্ধ করেন - যা পরবর্তীতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, কোচবিহার কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইনের ধারা ৩ (ক) এর অধীনে অভিযোগ প্রমাণের জন্য বলা হয়: -

"৩. রেল সম্পত্তির বেআইনি দখলদারিত্বের জন্য জরিমানা-যে ব্যক্তি রেলপথের কোনও সম্পত্তি চুরি বা বেআইনিভাবে অর্জিত হয়েছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হয়, তাকে পাওয়া যাবে, অথবা তার দখলে থাকা প্রমাণিত হবে, যদি না সে প্রমাণ করে যে রেলপথের সম্পত্তি আইনত তার দখলে এসেছে, তা হবে শাস্তিযোগ্য-

(ক) প্রথম অপরাধের জন্য, পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এবং আদালতের রায়ে উল্লেখিত বিশেষ ও পর্যাপ্ত কারণের অভাবে, এই ধরনের কারাদণ্ড 'এক বছরের কম হবে না এবং এই ধরনের জরিমানা এক হাজার টাকার কম হবে না;

৪. রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইন, ১৯৬৬ এর ধারা ৩(ক) এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য একজনকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতার আওতায় আনার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা,

এটি প্রমাণ করা অপরিহার্য যে ব্যক্তিটি রেল সম্পত্তির দখলে ছিল এবং এই ধরনের দখলকে ন্যায়সঙ্গত করার মতো কিছুই নেই।

৫. মামলার তথ্য থেকে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাজীব কুমারের নেতৃত্বে একটি পুলিশ সদস্যের দল গ্রেপ্তার করে। মিশ্র, আর.পি.এফ.-এর এস.আই. রাজীব কুমার মিশ্র পি.ডব্লিউ. ১ বলেন যে, ১৯শে অক্টোবর, ২০০১ রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিটে তিনি নিউ কোচবিহার এবং পুন্ডিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে আপ কোচিন এক্সপ্রেসের লাগেজ ভ্যানে চুরির খবর পান। লাগেজ ভ্যানের নম্বর ছিল ৯৮৭৩২। তিনি এএসআই নগেন্দ্র চৌধুরী সরকার, হেড কনস্টেবল সুভাষ চৌধুরী রায়ের সাথে রেলওয়ে ট্র্যাক অনুসরণ করে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হন এবং রাত ১.০০ টার দিকে তারা ৩/৪ জনকে মাথায় কিছু বোঝাই দেখতে পান। তাদের ধাওয়া করা হয় এবং পুলিশ নিজেকে দীনেশ বর্মণ পরিচয় দেওয়া একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়।

৬. পুলিশ আব্দুল মজিদ এবং ঝোলা মিয়াকে শনাক্ত করে, যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ রেললাইনের পাশে তিনটি ব্যাগ চা এবং ৯ বান্ডিল রিসোলিং টায়ার উদ্ধার করে। অভিযুক্তরা রেললাইনে জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দীনেশ বর্মণ সেই সম্পত্তির উপর তার দখলের প্রমাণ হিসেবে কোনও কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। পুলিশ সেই সম্পত্তিগুলি জব্দ করে এবং অভিযুক্ত দীনেশ বর্মর স্বীকার করে যে সে এবং আরও দুই ব্যক্তি লাগেজ ভ্যান থেকে সম্পত্তি চুরি করেছে। অভিযোগের পর জেরা করার সময় পি.ডব্লিউ. ১ অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষতা সম্পর্কে তাকে দেওয়া সমস্ত পরামর্শ অস্বীকার করে।

৭.	পি.ডব্লিউ. ২, নগেন্দ্র চৌধুরী সরকার, আরেকজন দলের সদস্য বলেন যে, ‘পুলিশ রেললাইনের পাশ দিয়ে ৪/৫ জন ব্যক্তিকে মাথায় বোঝা নিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। পুলিশ তাদের ধাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে জিনিসপত্রসহ আটক করে, যে জিনিসপত্র দখলের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিতে পারেনি, জব্দ তালিকার আওতায় সেই জিনিসপত্র জব্দ করা হয়। পুলিশ ঝোলা মিয়া এবং উকু মিয়াকেও শনাক্ত করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং জব্দকৃত জিনিসপত্র নিউ কোচবিহার পোস্টে আনা হয়। পরবর্তীতে, ঝোলা মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে এ.এস.আই.-এর সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। মনোহর প্রসাদ এবং পি.ডব্লিউ. ২ সাক্ষী হিসেবে তার স্বাক্ষর রাখেন। জেরা করার সময় সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ যাদের ধাওয়া করছিল তারা জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিল।

৮.	অভিযানকারী দলের আরেক সদস্য, পি.ডব্লিউ. ৩, সুশীল কুমার রায় বলেন, ‘২০শে অক্টোবর, ২০০১ তারিখে রাজীব কুমার মিশ্র একজন অভিযুক্তকে নিউ কোচবিহার আর.পি.এফ. পোস্টে রেলওয়ের কিছু সম্পত্তিসহ নিয়ে আসেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন যা পি.ডব্লিউ. ৩ রেকর্ড করেন এবং স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি প্রদর্শণী-৩ হিসেবে গৃহীত হয়।

৯.	৪ নম্বর পি.ডব্লিউ. মোলে কৃষ্ণ মিত্র জানান যে তিনি একজন রেলওয়ে গার্ড। ১৯শে অক্টোবর, ২০০১ তারিখে তিনি কোচিন-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের গার্ড হিসেবে সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে দায়িত্ব পালন করছিলেন। উক্ত ট্রেনটি নিউ এনজেপি স্টেশন থেকে রাত ১০.০০ টায় ছেড়ে নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছায়। রাত ১০.১০ টায় একজন আর.পি.এফ. কর্মী তাকে জানান যে ট্রেনের সামনের দিকের এসএলআরের বাম দরজায় কোনও সিল নেই। তিনি স্টেশন মাস্টারকে জানান। দরজাটি পুনরায় সিল করা হয় এবং ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশন ছেড়ে যায়।

পুন্ডিবাড়ি স্টেশনের বাইরের সিগন্যালে ট্রেনটি ৩ মিনিটের জন্য থামানো হয়েছিল। পি.ডব্লিউ. ৪ আরও জানান যে তিনি ট্রেনের দায়িত্ব নিয়েছেন, সমস্ত এসএলআর ভ্যান সিল করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গাইগাঁও স্টেশনে পৌঁছানোর পর তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। জেরা করার সময় তিনি বলেন যে চুরির ঘটনা সম্পর্কে তাকে কখনও অবহিত করা হয়নি এবং চুরির বিষয়ে তিনি কোনও অভিযোগও করেননি।

১০. আর.পি.এফ.-এর অভিযানকারী দলের অন্যতম সদস্য সুভাষ চন্দ্র রায় জানান যে, ২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর রাত ১১.৩০ মিনিটে তিনি এবং অন্যান্যরা পুন্ডিবাড়ি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। রাত ১.০০ টার দিকে তারা তিনজনকে মাথায় কিছু বোঝা বহন করতে দেখেন। পুলিশ তাদের ধাওয়া করে তাদের একজনকে ধরে ফেলে। সে নিজেকে দীনেশ বর্মণ বলে পরিচয় দেয় এবং বাকি দুজন পালিয়ে যায়। পরে দীনেশ বর্মণ ওই দুই ব্যক্তির নাম ঝোলা মিয়া এবং আব্দুল মজিদ বলে প্রকাশ করেন। দীনেশ বর্মণের কাছ থেকে তিন ব্যাগ চা এবং ৯ বান্ডিল রিসোলিং টায়ার উদ্ধার করা হয়, কিন্তু দীনেশ বর্মণ তার দখলের প্রমাণ দিতে পারেনি। জেরার সময় তিনি বলতে পারেননি যে চুরির জিনিসপত্র কার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বা কে জিনিসপত্র বহন করছিল।

১১. শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী, পি. ডব্লিউ. ৬-এর এই ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি কোনও জ্ঞান ছিল না।

১২. গুয়াহাটি রেলওয়ে পার্সেল অফিসের বাণিজ্যিক তত্ত্বাবধায়ক, পি.ডব্লিউ. ৭ চন্দ্র কান্ত হাজারিকা জানিয়েছেন যে মনোহর প্রসাদ ২৪শে মার্চ, ২০০২ তারিখে তার অফিস থেকে কিছু নথি জব্দ করেন এবং জিম্মানামা বন্ডের বিনিময়ে তাকে নথিপত্রের হেফাজতের দায়িত্ব দেন। তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না।

১৩. পিতাম্বর বরকর্তী, পি.ডব্লিউ. ৮ বলেছেন যে গুয়াহাটি পার্সেল অফিস থেকে আর.পি.এফ. কর্মীরা কিছু নথি জব্দ করেছেন। পি.ডব্লিউ. ৯, বাবুল। চৌধুরী দত্ত বলেছেন যে ১৯শে অক্টোবর, ২০০১ তারিখে তিনি ৫২৬৩ কোচিন এক্সপ্রেসের গার্ডকে জানিয়েছিলেন যে ৯৮৭৩২ নম্বরের সামনের এসএলআর লাগেজ ভ্যানটি সিল করা হয়নি বা লক করা হয়নি। তিনি জানিয়েছেন যে গার্ড এবং গার্ড বগিটি পুনরায় সিল করে দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন সরকারের প্রমাণও তাই, পি.ডব্লিউ. ১০।

১৪. পি.ডব্লিউ. ১১, মনোহর প্রসাদ বলেছেন যে ১৯শে অক্টোবর, ২০০১ তারিখে চুরির খবর পেয়ে তিনি অন্যান্যদের সাথে কে.এম. ১১৮/৭-৮ এর কাছে পুন্ডিবাড়ি স্টেশনের দিকে অগ্রসর হন। তারা ৪/৫ জনকে মাথায় কিছু বহন করতে দেখেন। পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। দুজন পালিয়ে যায়। পরে তারা একজনকে আটক করে। জিনিসপত্র জব্দ করা হয়। জেরার সময় তিনি বলেন যে জব্দ করা জিনিসপত্রগুলি পুন্ডিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে জিনিসপত্রগুলি নিউ কোচবিহার স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পি.ডব্লিউ. ১২, রাজেন্দ্র ওরাওঁ অভিযোগের তদন্ত করেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। মনোহর প্রসাদকে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৫. অন্য কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি।

১৬. প্রমাণাদি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, নিউ কোচবিহার এবং পুন্ডিবাড়ির মধ্যে চুরির অভিযোগে রেলওয়ে স্টেশনে রাত ১১.৩০ মিনিটে পি.ডব্লিউ. ১ তথ্য পান এবং তিনি নগেন্দ্র চৌধুরী সরকারের সাথে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে রেলপথ অনুসরণ করে পুন্ডিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হন। পি.ডব্লিউ. ১ অনুসারে, তিনজন ব্যক্তিকে মাথায় কিছু বহন করতে দেখা গেছে এবং তাদের মধ্যে একজনকে রাত ১.০০ টার দিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পি.ডব্লিউ. ১ আরও বলেছেন যে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে রেল পোস্টের কাছে থেকে তিন ব্যাগ চা এবং ৯ বান্ডিল রিসোলিং টায়ার উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রমাণটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে দীনেশ বর্মণের কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করা হয়নি। পি.ডব্লিউ. ২ নগেন্দ্র চৌধুরী সরকার বলেছেন যে একজন ব্যক্তিকে কিছু জিনিসপত্র সহ আটক করা হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি বলেছেন যে পুলিশ যখন ঐ ব্যক্তিদের ধাওয়া করে, তখন তারা জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যেতে শুরু করে। পি.ডব্লিউ. ২ এর প্রমাণ থেকে আরও জানা যায় যে পুলিশ দীনেশ বর্মণের কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করেনি। পি.ডব্লিউ. ৫, সুভাষ চৌধুরী রায় কার কাছ থেকে জিনিসপত্র জব্দ করেছে তা বলতে পারেননি। মনোহর প্রসাদ, পি.ডব্লিউ. ১১ বলেছেন যে তিনি এবং তার অন্যান্য দলের সদস্যরা পুন্ডিবাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দেখতে পান যে ৪/৫ জন ব্যক্তি মাথায় কিছু জিনিসপত্র বহন করছিল এবং তাদের ধাওয়া করা হচ্ছিল, তারা পালিয়ে যাচ্ছিল। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর.পি.এফ. তল্লাশি চালিয়ে। কর্মীরা তিনটি ব্যাগ চা এবং ৯টি বান্ডিল রিসোলিং টায়ার উদ্ধার করেছেন। এই প্রমাণ থেকে আরও বোঝা যায় যে দীনেশ বর্মণের কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করা হয়নি। অতএব, অপরাধ গঠনের মূল উপাদান অর্থাৎ রেলওয়ের সম্পত্তির অবৈধ দখল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হতে পারেনি। বিজ্ঞ বিচার আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ রেকর্ড করার সময় বলেছে যে রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইন, ১৯৬৬, পুলিশকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার ক্ষমতা দেয় কিন্তু আইনগত বিধান বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের এই দাবিকে সমর্থন করে না। বিজ্ঞ আপিল আদালত রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তা ছাড়া আমরা যখন মানবিক সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর সম্পূর্ণ বর্ণনা বিবেচনা করি,

এটা মেনে নেওয়া কঠিন যে চুরি করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনাস্থলের কাছে অপেক্ষা করছিল যতক্ষণ না ঘটনার দেড় ঘন্টারও বেশি সময় পরে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়।

১৭. এই পরিস্থিতিতে, আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিতর্কিত রায় আইনের অপব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ যা কার্যকর থাকা উচিত নয় এবং বাতিল করা উচিত, যা আমিও তাই করি। অতএব, আবেদনকারীর খালাসের আদেশ প্রাপ্য। তাকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং জামিন থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

১৮. তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হোক।

১৯. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে 'দেওয়া উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal